দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 2006
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২

কওমী মাদ্রাসার এদিক সেদিক

॥ মোঃ মোস্তফা জামাল ভূঞা ॥

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি এদেশের কওমী মাদ্রাসার উলামায়ে কেরামগণ জোরে-শোরে উত্থাপন করে আসছে। বাস্তবিকপক্ষে কোন কর্তৃপক্ষ যখন অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কোন বিষয়কে স্বীকৃতি প্রদান করে, তখন উভয় কর্তৃপক্ষের উপর তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়। সরকার যদি কওমী মাদ্রাসার সনদকে স্বীকৃতি প্রদান করে, তাহলে সরকার এমন কতিপয় শর্ত আরোপ করবে যা কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। এই কারণে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামগণ কওমী মাদ্রাসাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পরেই দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর হতে ইদানীংকাল তারা এই ধারাই অনুসরণ করে আসছে। হঠাৎ করে সরকারের নিকট সনদের স্বীকৃতি দাবী করা এবং তা আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ইসলামী শিক্ষা ও দ্বীনের দাওয়াতের পক্ষে কতটুকু ক্ষতিকর কিংবা উপকারী তা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

আমার জানা মতে, বাংলাদেশের প্রত্যেক কওমী মাদ্রাসায় যখন কোন নতুন ছাত্র ভর্তি হয়, তখন সে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করে যে, পার্থিব কোন সুযোগ-সুবিধা অর্জন করার উদ্দেশ্যে তারা এলমে দ্বীন অর্জন করবে না। এক্ষেত্রে নিজে সুপথপ্রাপ্ত হওয়া এবং অন্যদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালনা করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যেই তারা দ্বীনি এলেম অর্জন করে এবং তদনুযায়ী আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। সুতরাং যদি সনদের স্বীকৃতি দেয়া হয়, তাহলে কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়তের বিশুদ্ধতা কতটুকু বিঘ্নিত হবে, তা ভাববার বিষয়। অথচ হাদীস শরীফে রয়েছে যে, প্রত্যেক আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

আমার উপরোক্ত যুক্তির বিপরীতে কোন কোন আলেম বলতে পারেন যে, মূলতঃ দ্বীন শিক্ষা ও প্রচার করাই হল ছাত্রদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এতদসত্ত্বেও যদি পার্থিব সুযোগ-সুবিধা হাতের নাগালে এসে যায় তাহলে অসুবিধার কিছু নেই। বরং তা গ্রহণ করা উচিত। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে এক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, সনদের স্বীকৃতি পেলে মাদ্রাসার সিলেবাসেরও পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ দুটি সমস্যার সম্মুখীন হবে। প্রথমতঃ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ শিক্ষার কতিপয় পুস্তক পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এসব পাঠ্যপুস্তকে ইসলামবিরোধী উপাদান থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ফলে ইসলামী শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় কতিপয় কিতাবাদিকে সিলেবাস হতে বাদ দিতে হবে এবং এর পরিণামস্বরূপ মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগতমান হ্রাস পাবে এবং ইসলামের প্রচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম তৈরি করা সম্ভব হবে না। অথচ ইসলাম প্রচার ও প্রসারই হল কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। সনদের স্বীকৃতির দরুন যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়, তাহলে এ ধরনের সনদ নেয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনার বিষয়।

সনদের স্বীকৃতি নেয়ার পর মাদ্রাসাগুলো দ্বিতীয় যে সমস্যাটিতে নিপতিত হবে তা হলো বর্তমানকালে মুসলিম জাহানের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা খেলাফত ব্যবস্থা না থাকার কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম শাসকগণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইহুদী-খ্রিস্টান তথা অমুসলমান 'দালাল' হিসেবে কাজ করে। এসব ইসলাম বিরোধী শক্তি মাদ্রাসাগুলোর উপর এমন কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করবে, যা ইসলাম বিরোধী হওয়ার কারণে অনেকের পক্ষে মান্য করা সম্ভব হবে না। আবার কিছুসংখ্যক নামধারী আলেম অনৈসলামিক শক্তির চাটুকারিতা করবে। ফলে কওমী মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে কতিপয় চাটুকার নামধারী আলেমের উত্থান ঘটবে এবং পরিণামে হাক্কানী আলেম ও চাটুকারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। অবশ্য যদি মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব থাকত, তাহলে এই দ্বিতীয় সমস্যাটিতে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

বস্তুতঃ কওমী মাদ্রাসাগুলো এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে নিয়োজিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইসলামের ইলমী এবং দাওয়াতী খেদমতে তাদের বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না। যে কোন দেশকে উন্নতি সাধন করার জন্য সৎ ও দেশপ্রেমিক লোকের বিকল্প নেই। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই কওমী মাদ্রাসা হতে শিক্ষিতদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক এবং এই অন্তর্ভুক্তির পদক্ষেপ সরকারকেই নিতে হবে। তাই সরকারকে এমন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে যার ফলে কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রশাসনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এতদউদ্দেশ্যে কওমী মাদ্রাসার সনদকে সরকারী সুযোগ-সুবিধা, চাকরি-বাকরি পাওয়ার যোগ্যতার সনদ হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে সরকারের অধীন পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে সনদ নেয়ার যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া অত্যাবশ্যক। এতে ছাত্রদের নিয়তের বিশুদ্ধতা রক্ষা হবে এবং মাদ্রাসার সিলেবাসে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও অনৈসলামিক উপাদান রোধ সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপই হল বাস্তব এবং যথার্থ।

ক. কওমী মাদ্রাসা হতে কাফিয়া পাস করার পর কোন ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের অধীন এসএসসি পরীক্ষাতে শুধুমাত্র ইংরেজি ও বাংলা বিষয়দ্বয় পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে এসএসসি পাসের সার্টিফিকেট প্রদান করা।

খ. শরহে বেকায়া পাস করার পর এইচএসসির বাংলা ও ইংরেজি বিষয়দ্বয় পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে এইচএসসির মান প্রদান করা।

গ. হেদায়া আখেরাইন পাস করার পর ডিগ্রীর বাংলা ও ইংরেজি বিষয়দ্বয় পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে ডিগ্রীর সমমান সনদ প্রদান করা।

ঘ. দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স করার সুযোগ প্রদান করা।

ঙ. দাওরায়ে হাদীসকে কামিলের সমমর্যাদা প্রদান করা।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার মান বলবৎ থাকবে এবং দেশ ও জাতির খেদমতে তারা নিজদেরকে নিয়োজিত